

ष्णू । भरा (नीषिनांगे)

B/B 4449

गाः प

不見





न्त्रित्रमे क्याव म्स्य,







NATYA SHODH SANSTHAN
DONATED BY Ski Stridile.
Dulta, 30,7.93

কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের পক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ কর্তৃ ক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

5.9.8.

Acc. No. 1994/8884

Date 15.12.94

Item No. 818-4449

Bon. by

মূল্য এক টাকা

প্রাবণ ১৩৫৩

রঞ্জন পাবলিশিং হাউদের পক্ষে ও শনিরঞ্জন প্রেস ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসোরীজ্ঞনাথ দাস কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এই নাটকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন—

সকীতাংশেঃ শ্রীমতী অলকা চৌধুরী, উমা দাস, কবিতা রায়, শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গোরী সেন, চিন্নয়ী ভট্টাচার্য, পারুল ম্থোপাধ্যায়, বিত্যুৎপর্ণা দাশগুপু, শ্রীমতী মঞ্জু সেন, রমা দাস, শোভনা ধর, শোভা দত্ত, সবিতা সিংহ, ক্ষেহ চৌধুরী, স্থদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্থচিস্তা হগার, অজিত দত্ত, অমল সেন, অন্ধদা ভট্টশালী, ইক্র হগার, কানাই দত্ত, গোপাল বস্থ, জ্যোতিরিক্র ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, দিলীপ রায়চৌধুরী, পরিমল রায়চৌধুরী, পরিমল রায়চৌধুরী, লাবণ্য ঘোষ, শিবত্রত রায়, হীরক রায় ও হিত্রত রায়।

নৃত্যাংশেঃ আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালী ভট্টাচার্য, মঞ্জু দিত, লীলা দাশগুপ্ত, শিপ্তা মিত্র, সন্ধ্যাত্রী দেন, স্মিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর বিশ্বাস, অজ্বিত পাল, ইক্র হুগার, কুলভূষণ গুপ্ত, দিলীপক্ষার, বলাই দত্ত, বিমল পাল চৌধুরী, ভূবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন সেন ও শক্তি রায়চৌধুরী।

स्रुव अ१ (याध ७ अव्यीष्ट भविष्यन्य —

न्धर-प्रत्याक्षम — अझार माभः

আধুনিক রুচির পরিপূর্ণতায়

'রাপকল্যাণ তৈল' অপরিহার্য—



ভূমিকা

১৯৪৪ সালে বিদেশী রাজশাসনে কংগ্রেসের কণ্ঠ যথন রুদ্ধ ছিল তখন তার মুক্তির ডাক ও ভাবের ধারা দেশের মনে অব্যাহত রাথা প্রয়োজন হয়েছিল। "কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ" তার জন্ম যে সব আয়োজ করেছিল, এই 'অভাদয়' গীতি-নাটোর অভিনয় তার মধ্যে একটি প্রধান 'অভ্যাদয়' যে জনচিত্তকে আকৃষ্ট করেছে, কলিকাতার বহু অভিনা জনসমাগম ও দর্শকদের উৎসাহ তার প্রমাণ। গ্রন্থাকারে এই গীতি নাটাটি প্রকাশ করা হ'ল। অভিনয়ের জত্য যার রচনা, ছাপা কালিতে তার ঔজ্জন্য থাকে না। তরুও আশা করা যায় এ ব পাঠককে কিঞ্জিং আনন্দ দেবে, যাঁৱা এর অভিনয় দেখেছেন এবং যাঁ দেখেন নি। কিন্তু এ বই প্রকাশের প্রধান কারণ যে, যাঁরা ইচ্ছক উৎসাহী, দেশের সর্বত্র তাঁরা যাতে এর অভিনয় করতে পারেন যাঁরা কংগ্রেসের ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে এর অভিনয় করতে ইচ্ছা করবে: তাঁরা সহজেই কংগ্রেদ-সাহিত্য-সংঘের অহুমতি পাবেন। এর অভিনয়ে ব্রুলপ্রচারই কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের কাম্য।

'অভ্যাদয়' নাটকটির পরিকল্পনা শ্রীস্থবোধ ঘোষের; সমস্ত নাটকটি আবৃত্তি অংশ, বিভিন্ন ভূমিকার গল্যরূপ ও "আগে নব ভারতের জনতা গানটি তাঁর রচনা। শ্রীমতা নিরুপমা দেবী "ও ভাই চাষী মাতৈ গাও' "গ্রামের রজনীগন্ধা" ও "মহাদমরের দাস নাহি মোরা" নাটকের বিশি তিনটি ভূমিকার কথাকে গানে রূপান্তরিত করেছেন। নাটকের বাণি সমস্ত ভূমিকার কথা শ্রীসজনীকান্ত দাস গানে রূপান্তরিত করেছেন প্রস্তাবনার গান ("হতচেতন ভারতবাদী") এবং বিপ্লবীর গা

("ওদের আইন ওদের থাক্") গ্রীসজনীকান্ত দাসের নিজম্ব রচনা, । তাঁজা সকলেই সংঘের অন্তর্গোগ্রীর লোক। এঁবা এই প্রছের অত কংগ্রেইনি সাহিত্য-সংঘকে দান করেছেন। সংঘের পক্ষ থেকে তাঁদে কি প্রাতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি!

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আষাঢ়, ১৩৫৩

সভাপতি, কংগ্রেদ-সাহিত্য-সংঘ

অভ্যুদয়

প্রস্তাবনা

হতচেতন ভারতবাসী, জাগো—জাগো এ তন্দ্রা তেয়াগি। জাগো উল্লাসে জাগো॥ নাশি রাত্তির তমিস্রারাশি একা-মহাসংযমী আছেন জাগি। জাগো নির্ভয়ে জাগো॥ হিংসাক্ষর ভবজলধি শোণিত-তরঙ্গরোলে, শত অসতা অক্সায় মাঝে সভোর কেতন দোলে। জাগো-অহিংস কল্যাণভাষী, জাগো সার সত্যের অমুরাগী। জাগো আনন্দে জাগো॥ দত্তের শাসননাশন ওই শোন নব অভ্যুদয়-বাণী, ধ্বংসের শাশানভস্মমাঝে হের শিব-বরাভয়-পাণি। হও উত্থিত জাগ্রত সবে মুক্তির জ্যোতির্লোকে, আর থেকো না বিমৃঢ় কেহ আত্মলাঞ্ছন-শোকে। জাগো—ভারতের মৃক্তিপিয়াসী ধরণীর শান্তির লাগি।

कारमा भोत्रत कारमा ॥

প্রথম অঙ্ক

[মঞ্চের উপর অর্ধচিক্রাকারে গায়ক ও বাদক দলের সমাবেশ। ধূপে, পূল্পে ও পরবে মঞ্চ সচ্চিত। স্কোধারের আবির্ভাব]

স্ত্রধার। "বণিকের মানদও দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদগুরূপে"। খেতত্বীপের পণ্যত্রী যেদিন ভারতের উপক্লের মাটি প্রথম স্পর্শ করে, সেদিন ভারতবাসী বিখাস করেছিল, মসলা ও মস্লিনের থোজে এক দ্ব দেশের দরিজ প্রার্থীরা এসেছে তাদের ছ্যারে। ভারতবাসী তাদের করণা করেছিল, আশ্রয় দিয়েছিল।

অকস্মাৎ বণিকের ছন্মবেশ থ'সে পড়ে, দেখা দেয় উপনিবেশ-শিকারীর মৃতি। অস্ত্রের ঝনঝনায় সচকিত হয়ে ভারতবর্ষ একদিন বঝতে পারে—বিদেশীর অভিযান।

মসলার সৌরভে মৃগ্ধ হয় নি বিদেশী। মস্লিনের স্পর্শে তাদের হৃদয়ে কোমলতার প্রলেপ লাগে নি। ভারতের হিমগিরির মহিমার দিকে তারা প্রদাভরে তাকাতে পারে নি। সিন্ধু-গঙ্গা-নর্মদা-কাবেরীর তরকের ভাষা তারা বুঝতে চায় নি। তারা শুধু গড়েছিল গঞ্জে গঞ্জে কুঠি, বন্দরে বন্দরে হুর্গ।

অনৈক্যে বিচ্ছিন্ন ভারত, অসতর্ক ভারত। মৃষ্টিমের লুঠক বণিকের অপরিমের ঔষতা। পুঞ্জ পুঞ্জ রম্ব-সম্পদ জলপথে অন্তর্হিত। ভারতের ইতিহাসে সেই এক বিমৃঢ়তার অধ্যায়। হতাশায় অবসাদে বেদনাক্রাস্ত ভারতবর্বের সন্তা বেন ক্ষণিকের জন্ত মৃধ গুঁজে প'ড়ে থাকে । মনে হয়, এ ভারত আর ব্ঝি জাগবে না। ভারতের বনে কাঁভার উপত্যকায় এক দীর্ঘখাসের ঝড় বেন চুপি চুপি আছেপ করে—না না না, জাগবে না, উঠবে না, চলবে না, সাড়া দেবে না।

তবু ক্লেগে ওঠে ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার মান রাখতে প্রাণবলির আহ্বান স্থানে। ভূলের প্রায়শ্তিত করে ভারতবর্ষ। পলাশীর
মাঠে ভারতের স্বাধীনভার স্থা সকল জালা নিয়ে একবার ঝলনে
ওঠে, প্রথম কলক্ষের বেদনা নিয়ে ভূবে যায়। স্বাধীনভার স্থপ্ন
চোধে নিয়ে, হাসিম্ধে ফাঁসি যাওয়ার নতুন ব্রতের স্কচনা করেন
বীর ব্রাহ্মণ নন্দকুমার। একে একে সবাই জাগে, একে একে সবাই
যায়। ভারতের ইতিহাসে সেই এক অভিনব আত্মোৎসর্গের দিন।
যায় পরম মনস্বী বীর টিপু স্থলভান। যায় মারাঠা শৌর্ষ, শেষ
তলোয়ারের আঘাতে বিদেশী শাসনের অভিশাপকে চরম ধিক্কার
দিয়ে যায়। বীর শিধের দেশপ্রেম, দেশের মাটিতে স্বাধীনভার
পুণ্য প্রেরণাকে চিরস্থায়ী ক'রে রেথে যায় শোণিতলিখায়।

থেমে যায় স্বর, জাগ্রত কন্ত আবার নীরব হয়। ভারতের ছুর্গতোরণে আর স্বদেশী নহবৎ বাজে না। রাজ্য ও রাজার ভাঙা-গড়ার নিদারুণ খেলায় ইক্সপ্রস্থের শ্মশানে আবার ভগ্ন সিংহাসনের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে।

তব্ যেন ভানি হ্বর, রাজধানী হতে বছদ্রে, বাতাসের স্রোতে রেশ ভেনে আসে। রাজশক্তির সকল পতন-অভ্যুদ্রের আঘাতেও এই হ্বর ভব্ধ হয় নি। শোন, শোন, ভারতের অবিনশ্বর গ্রাম-জীবনের মূরলী বাজে। সভ্যতার ইতিহাসে এক তুর্লভ স্প্রী আমাদের ভারতের গ্রাম, নিজের পণ্যে ও পুণ্যে, প্রমে ও শক্তিতে, সচল সজীব ও স্বরাট। এই গ্রাম কারও উত্তমর্ণ স্বর্ম, কারও অধমর্শ নয়। প্রাণের উৎসবে উচ্ছল সাত লাখ গ্রাম্ন অরাজকভার অভিশাপ এখানে পৌছয় না—দিল্লী অনেক দূর। ই—

> [দৃশ্য—উৎসবরত একটি গ্রাম। নরনারীর সমাবে**শ। ওঁাতী চাবী** ইত্যাদি।

মিলিড—

চাষী-

मिल्ली व्यत्नक पृत्र ।

চলার পথও যে বন্ধর॥ যে স্থুরে ছন্দে এসেছি চলিয়া সে পথে নাই সে স্কর॥ কত পানিপথে পলাশীর মাঠে রাজা ও রাজ্য চৌচিরে ফাটে. গুঁড়া গুঁড়া হয়ে রাজা রাজধানী পথের ধূলায় চুর। দিল্লী অনেক দুর॥ মোরা গ্রামবাসী কখনও ভাঙি না, মহাভারতের মোরা প্রাণ-বীণা. ছন্দের মাঝে আমরাই আনি মিলন সে স্থমধুর। **मिल्ली ज्यानक मृत्र**॥ আমি যে গ্রামের চাষী . আমি যে পল্লীবাসী নিজের পুণ্যে রাজা হয়ে থাকি

মাটির সিংহাসনে. মেঘ-রৌজের জল্পনাকেই বাঁধি আল-বন্ধনে। জড়ভার সাথে যুদ্ধ করিয়া রাখি জনতার প্রাণ পাথর নিথর মাটির বক্ষে ফুটাই ফুলের গান। আমন-রবিরে আদর করিয়া স্বপনে ধবিয়া বাখি চির আউশের আশা আমি, গ্রাম শ্যামল শোভায় ঢাকি॥ আমার মাটির নীতি নাহি জানে রাজভীতি প্রাণে প্রাণে দে তো কখনও মানে না অস্থ্যের অধিকার রাজার প্রাপ্য সেটা জ্বানে আছে ফসলের ভাগ তার। তার বেশি মোরা দিই না কখনো অক্সায় দাবি সহি নাই কোনো মোরা চিরকাল মাটিরে কাটিয়া লভিয়াছি কোহিমুর।

মিলিড—

দিল্লী অনেক দূর॥ মোরা ভারতের প্রাণ-ভাগীরথী ভারত-আকাশে কল্যাণ-জ্যোতি গ্রামের জনতা মহামানবতা শান্তি স্থপ্রচুর।

দিল্লী অনেক দূর॥ তাঁজী— আমি যে গ্রামের তাঁজী.

আমি যে গ্রামের তাঁতী,
(আমি ভাই) সব মামুষের সাথী।
ভূলা-রেশমের কোমল অঙ্গে

বর্ণের মালা গাঁথি॥ সেই মালা আমি সবারে পরাই গ্রামে আমি রাখি প্রাণের বড়াই প্রজাপতিদের রঙের মন্ত্র

শিখিয়াছি পাঁতিপাঁতি
চঞ্চল প্রাণ রাখি বহমান
আমি যে গ্রামের তাঁতী ॥
জানি জানি আমি গ্রামের দিঘির
ও জলচুড়ির ছাঁদ,
নৃত্যচপল ঢেউ বাঁধি দিয়ে
রঙিন চেলীর বাঁধ।
আঁচলের পাড়ে তারি সঙ্গীত

আকাশের নীলে আমি ধরি পেতে
ময়ুরকণ্ঠী ফাঁদ।
ধূপছায়া শাড়ি আলো-ছায়াকারী
দূর গগনের চাঁদ।

লোহিত হলুদ জদা হরিৎ

আমি ব্নি মায়াজাল সন্ধ্যা-সকাল মস্লিন মল্মল জামদানী বৃটিদার তহুসুথ টলমল ঝলমল। তুলা-রেশমের সোনার স্থপন গ্রোমের অঙ্গে করি যে বপন প্রোম-ভালবাসা আমারি ভাষায় হয়ে ওঠে পরিপূর,

গ্রামের বক্ষে আমি করি বাস

মিলিত— • দিল্লী অনেক দুর ॥

আমরা সবাই ভারত-গগনে সাতরঙা রামধমু
মাটি-মার বুকে স্তনপান করি গড়েছি স্থঠাম তমু,
মোরা ভারতের অহংকারের, মহাহিমালয় স্থাচিরকালের
সিন্ধু-গঙ্গা-শোণিত আমরা বিদ্যাচলের চূড়।
দিল্লী অনেক দুর ॥

নারী— আঁধার ঘরের আলোক জ্বালি মাঙ্গলিকের থালা।
ঘরে ঘরেই বহন করি সন্ধ্যাদীপের মালা।
দীপারতির গান গাহিয়া
তপ্ত রাখি প্রামের হিয়া
আমরা প্রদীপ আমরা প্রিয়া

ভারতক্ষোড়া গ্রাম-আরতি আমরা পুরবালা 🛭

তুলসীতলায় আমরা আছি পীরের দরগায়, মালঞ্চে ফুল আমরা ফুটি সবার ভরসায়।

আমরা আছি পৃক্ষা-ব্রতে ঠাকুর-ছরে গ্রামের পথে সকল ধর্ম সকল মতে ঘরের আঙিনায়

আমরা নিত্য জেগে আছি হরষ-বেদনায়॥ মন্দিরে মস্জিদে আছি সকল শুভক্ষণে শাস্তি ও সাম্বনা মোরা মুক্তি ও বন্ধনে।

> আমরা আছি ছায়ার ছলে গ্রামের পথে দিঘির জলে বাথিত সব চরণতলে

> > আশার আলিম্পনে।

পূর্ণকঙ্গদ জল আমরা দকল প্রয়োজনে॥ ভরসা-আশার ঠাঁই আমরা, আমরা অন্তঃপুর মায়ের কোলে রাখবে মাথা সকল ব্যথাতুর।

> আমরা বহিন আমরা জায়া আমরা আলো আমরা ছায়া জানে ভালবাসার মায়া

> > সকল সুরাসুর।

গ্রামের শোভা আমরা আছি—

দিল্লী অনেক দূর ॥ আমরা স্বরাট আমরা বিরাট

বজায় রাখি যে আপনার ঠাট

মিলিত

আমর। সমাজ আমরা সাম্য মোরা চিরচলমান ।

সচল সঞ্জীব আপন পণ্যে
মোরা বেঁচে আছি চলার জ্বস্থে
শিল্পে ও শ্রমে হৃংখে ও ভ্রমে
চিরচঞ্চল প্রাণ।
মোরা ভারতের সাত লাখ গ্রাম
এক হয়ে আছি যাই দাও নাম
শক্রেরে ভয় করি না আমরা
প্রেমদাস বন্ধুর।
দিল্লী অনেক দুর॥

গ্রামে একদল বিদেশীর প্রবেশ। সুব ও প্রথর তাদের চোথের দৃষ্টি,

বিদেশী— স্থাঁ শিয়ার স্থাঁ শিয়ার হয়ে এসো আগুসার স্থাশিকারী মোরা মুসাফির ছনিয়ার ॥ পলিসির আবরণে লুটে নিতে পরধনে ছুটিয়াছি প্রাণপণে ভাঙিয়া সকল দ্বার। স্থাঁশিয়ার স্থাঁশিয়ার হাঁশিয়ার হায়ে এসো আগুসার। আমাদের পিছে পিছে চলে অভিসম্পাত দৃঢ়পদে ধাই মোরা নাহি করি দৃক্পাত স্থকঠিন পদতলে শুঁড়াইয়া ছলে বলে মৃঢ় বিদ্রোহীদলে ভ'রে তুলি ভাগার।

সাজসজ্জা উগ্ৰ. এক-একটি সশস্ত্ৰ মূৰ্তি Ì

ছঁ শিয়ার ছঁ শিয়ার হয়ে এসো আগুসার॥
কৃটিরশিল্প যত ভেঙে যাই অবিরত
প্রতিযোগিতার ফাঁদে ভেঙে যাব সংসার।
কালো পীত লাল যারা বাঁধা পড়িয়াছে তারা
তুলে দিয়ে ভারা ভারা নিজে হবে সংহার॥
ছাঁ শিয়ার ছাঁ শিয়ার হয়ে যাব আগুসার॥

চল রে চল্ রে চল্ বানিয়া
পণ্যের পশ্চাতে ছুরিখানা ধরি হাতে
প্রয়োজনে তাই যাব হানিয়া।
আকাশের গ্রহ-তারা-চাঁদ-ধরা ফাঁদখান
ঠিক ক'রে ধর্ ভাই, হয়ে চল্ আগুয়ান।
চ'লে আয় হুঁ শিয়ার হয়ে আয় আগুসার
স্বর্ণিকারী মোরা মুসাফির হুনিয়ার॥

চাষী— ওগো পথিক, আমার গাঁয়ে অতিথ হয়ে এস দেখ আমার বনস্পতির ছায়া। ওগো পথিক, শ্যামল তৃণে বসতে ভালবেসো ভালবেসো বনভূমির মায়া॥

বিদেশী— ছায়ার আসন কে চায় ভোমার পেলাম বহুত ধন পেলাম জহর পেলাম সোনার ময়ুর সিংহাসন।

পুরনারী— এদ এদ এদ পরবাসী এদ গো পথিক উপবাসী ॥ মোদের চক্ষে লিখা বারতা যুগান্তের
এখনো রয়েছে অবিনাশী ॥
এ শিলালিপিতে পড় মৈত্রীর কাহিনী
প্রীতি ও করুণা ছাড়া মোরা কিছু চাহি নি,
আমাদের সন্তার সুখ-তুখ-ভাবনার
ভাগ লও এইখানে আসি—
এস এস এস পরবাসী ॥

বিদেশী-

না না ওগো না।

ভোমাদ্ধের ভাবনা ভোমাদেরি থাক্ ভাহা
ভাগ নিতে আমরা ভো যাব না ॥
জোর ক'রে লুটে নেওয়া আমাদের লক্ষ্য
কৌশলে কেড়ে নেব সহস্র লক্ষ
এসে বণিকের বেশে মোরা হব রাজা শেষে
ভালবেসে জানি কিছু পাব না ॥

তাঁতী— হে বিদেশী, এস এস দেখ নয়ন ভ'রে পদাবলীর ছন্দে মোদের হাতের সক্ষ কাজ। ললিত কোমল শান্ত মধুর স্থর শোন তাঁত-ঘরে। সবার পারে সত্য মানুষ, তাই জেনে যাও আজ।

বিদেশী— পণ্য পেলেই আমরা খুশি পুণ্য নাহি চাই

তু হাত তুলে দাও আমাদের ঘরেই নিয়ে যাই।

নিয়ে এস বস্তু রঙিন স্বর্ণবরণ দাও মস্লিন
পণ্য আনো রক্ন আনো স্বর্ণ আনো ভাই।

পণ্য পেলেই আমরা খুশি পুণ্য নাহি চাই॥

ভাঁতী— ক্ষমা কর হে বিদেশী, ক্ষম আমাদের
পারব নাকো টানতে মোরা তোমার লোভের জের।
করি না ভয় আমরা প্রভু তোমার জ্রভঙ্গীতে
এস এস দোহার ধর মোদের এ সঙ্গীতে।
বিশ্বকর্মা স্বয়ং আছেন মোদের মর্মতলে

(মোদের) জীবন মরণ সবই তাঁরি ইক্সিতেতে চলে।
আমরা তাঁরি করব পূজা চরম উপহারে
নিবেদিব আঙুল কাটি হস্ত কাটি তাঁরে।
লোভই তোমার জয়ী হউক পূর্ণ মনস্কাম
জীবন দিয়ে রাখব মোরা মায়ের পুণ্য নাম।

সমবেত গ্রামবাসী-

অকরুণ নির্দয় দূরে যাও হে ভয়াল, শুভ্র শাস্ত দেশে রক্তের বহে লাল দূরে যাও হে ভয়াল।

বিদেশী---

আমি কুঠিয়াল

দূরে যেতে আসি নাই, এইখানে মোর ঠাঁই, নীল করো, টাকা দাও, নহিলে কঠিন হাল করবই তোমাদের করবই করব।

চাষী— তার চেয়ে ভাল ঢের আমর। যে মরব। কেন এই মারামারি, চ'লে এস কুঠি ছাড়ি, আকাশে চাহিয়া দেখ সেধা কত নীল

বিদেশী— ও নীল চুলায় যাক, আমি চাই নীল।

চাষী ক্রমা কর বণিক-বন্ধু, পারব না তা মোরা।

চেয়ে দেখ সোনার ধানের মঞ্চরী দেশ-জোড়া।
নীলের চাষে লাগলে পরে পালাবে যে মানের ভরে
হে বিদেশী, জান না হায়, কি গরবী ওরা!
ক্রমা কর বণিক-বন্ধু, পারব না তা মোরা।

বিদেশী— থাক্ থাক্, যত পার অভিমান কর সার কড়া আর গণ্ডায় বুঝে নেব অধিকার। কুঁ শিয়ার ভাই সব, হয়ে এস আগুসার স্বর্ণশিকারী মোরা মুসাফির ছনিয়ার। লাল ক'রে দেব কালো মানুষের সংসার সংহার সংহার পুড়ে হবে অঙ্গার কুঁ শিয়ার কুঁ শিয়ার হয়ে এস আগুসার॥

দিতীয় অঙ্ক

স্তরধার। কোম্পানির রাজত চলে, ছজিক ও মহামারী ভারতের বৃকে বিভীষিকা ছড়ায়। টোল মক্তব মাদ্রাসা ও বিভাপীঠ লুপ্ত হতে থাকে। কারুশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হয়, গ্রামের গোধন লুপ্ত হতে থাকে, গ্রামের নদীনালা বদ্ধ হয়ে পথ ঘাট জীর্ণ হয়। দেশের বাণিজ্য কুন্ন, ক্রষির মরণদশা।

গ্রামের আত্মাকে প্রথম আঘাত দিয়ে বিদেশী ইংরেক নিয়ে
এল ভূমিকর প্রথা—ফসল-করপ্রথার উচ্ছেদ হয়। কর আদায়ের জক্তে

অমিদার নামে একটি নতুন সম্প্রদায় স্বষ্ট করে তারা। শুরু হয় অবাধ থাজনা-আদায়ের নির্মম তাগুব, কমাহীন কাস্তিহীন শোষণ।

সারা গ্রামের চিত্তে এক তুর্দিনের শোক আকুল হয়ে ওঠে, হাজার বছরের স্কু সভ্যতায় পুষ্ট গ্রামের মেরুদণ্ড আঘাতে নত হয়ে আসে, মৃত্যুর বড়যন্ত্রে প্রাণের ধর্ম সম্ভত্ত হয়ে ওঠে, মনে হয়, এ গ্রামের হৃদয় হুলার দিতে পাবে না, প্রতিবাদ করতে জানে না।

তবু গর্জন ক'রে ওঠে গ্রামের আত্মা—হংসই হংসই এই অনধিকারীর আক্রমণ, অপমান অকারণ, লোভীর হাতে লাজনা। ভারতের ক্র ক্ষকের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিস্তোহের আবাহন করে ভারতের গ্রামের চাষী—ওঠ, জাগো, আপনার অধিকার হেড়ো না, মাভৈ: ় মাভৈ: ় মাভি: !

[विष्यारी नोनहांबीमरनत्र व्याविकीय]

চাষী--

ও ভাই চাষী মাতৈ গাও।
ভোমার লাঠির পুণ্য দিয়ে
নীলের চাষের পাপ ঘুচাও।
মাটি এবার হোক্ রে লাল
দেখুক সবাই কে ভয়াল
ভাড়াও ভণ্ড লোভীর পাল
দণ্ড ভোমার বাগিয়ে নাও।
কান পেতে ভাই শোন্ ওরে,
মৃক্তি এল ভোর দোরে
ভারি নিশান ওই ওড়ে
চোধ মেলে কি দেখতে পাও।
ও ভাই চাষী মাতৈ গাও॥

[অকন্মাৎ উন্মন্তের মত বিদেশীদিপের প্রবেশ, তাদের চোপের দৃষ্টিভে প্রতিহিংসা, তাদের সঙ্গে একদল ফ্রাণ্য দেশী সিপাহী]

विष्मि— वर्गमिकाती पल ठल ८२,

क्य क्य क्य मत् वन रह।

[সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে বিদেশীরা নির্দেশ জানায়—বিজ্ঞোহী চাবীদের জাঘাত কর]

সংহার সংহার—মার্ মার্ মার্ মার্।
সাবাস সিপাহী ভাই, ক্ষত্রিয় তোমরাই,
মহাবীর দল সবে চল হে॥
ক্ষমা নাহি কর আর চাষাদের হুষ্কার
পদতলে তাহাদের দলো হে।
স্বর্ণশিকারী দল চল হে॥

[সিপাহীরা শ্বন্ত্র উভোগন করে, কিন্তু প্রকশ্মাৎ দূরে নেপখ্যে আবেদনের মত বেন এক শাকাশবাণী ধ্বনিত হতে থাকে—

"বাধীনতা হীনতায়

কে বাঁচিতে চায় হে

কে বাঁচিতে চার।

দাসত্ব শৃত্যল বল কে পরিবে পার হে

কে পরিবে পার ?"

সিপাহীরা বিচলিত হয়। হঠাৎ তারা কিরে কাঁড়াছ, ব্যন্ত নামিয়ে নেয়]

সিপাহী---

হমারা দেশ হমারা গাঁও, হঠ যাও সব তফাৎ যাও।

ि निर्भाशीया विस्तिनीस्तव अनेव अब छेरलांगन करत । नःवर्ष आंवस स्त्र है

বিদেশী— স্বর্গশিকারী দল চল হে,
জয় জয় জয় সবে বল হে।
নীলচাৰী— ও ভাই চাষী মাতৈ গাও,
রক্ত-তিলক ছাপ লাগাও।
সিপাহী— হমারা দেশ হমারা গাঁও,
হঠু যাও সব তফাৎ যাও।

[দুরে ধ্বনিত হয়—"বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।" সংঘৰ্ষ চলতে খাকে]

তৃতীয় অঙ্ক

স্ত্রেধার। বিজ্ঞোহ থেমেছে। তোপের মূথে বিলীন হয়ে চরম মূল দিয়ে গেছে বিজ্ঞোহীরা। সারা দেশকে নিরস্ত করা হয়েছে।

কোম্পানির রাজত্বশেষে থাস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শাস্ত্র আরম্ভ হ'ল। ইংলভেখরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা শুনল ভারতবাসী— কত রক্ষ আখাদে, কত রক্ষ প্রতিশ্রুতির ভোকবাকো রচিত এ বিচিত্র ঘোষণা! ভারতের ইতিহাসে মিষ্টিম্থে দেখা দিল ধূর্ত এ সাম্রাজাবাদের স্বরূপ।

ভারতের জীবন এক মারাত্মক অপবাতে অবসর। কোথা প্রতিবাদ নেই। শোষণের অভিযান শুক হ'ল, দরিক্র হৃতসর্হ ভারতের অর্থসম্পদ বস্ত্রশুরের ভেলকিতে ইংলণ্ডে চ'লে যা জাহাজ বোঝাই বিদেশী পণ্য ভারতের বন্দর ভ'রে ভোহে প্রায়েজন থাক বা না থাক্, দরিক্র ভারত বিধাকম্পিত হাতে হে পণ্য কিনে নিজের সংসাবে অলক্ষীর ছায়া ডেকে নিয়ে আসে। প্রত্যেক প্রদেশে হুভিক্ষে লক্ষ মামুষের প্রাণ যায়।

আবার মনে হয়, ভারতের সংগ্রামী মেরুদণ্ড থেন চিরকালের জন্ম ভেতে গেছে, আর জাগবে না ভারত, ভারতের জাতীয় জীবনের জংপিও সেই গ্রাম ভেঙে ছিঁড়ে গেছে। নতুন রকমের জনপদ, রাজধানী শহর কাছারি কলেজ ও কারখানা গ'ড়ে উঠছে, গ্রাম ভেঙে শহর গ'ড়ে উঠেছে, হাজার বছরের রাষ্ট্রবিপ্লবে যে গ্রাম ভাঙে নি, সাম্রাজ্যবাদের প্রথম আক্রমণে সেই গ্রামের প্রাণ পরাভূত।

গ্রামের জীবনে আর উৎসব নেই, ভেঙে গেছে হাজার বছরের মুরলী, গ্রামের বাতাসে পীড়িত মানবতার কানা ভেসে বেড়ায়—নাই নাই নাই —কিছু নাই—

(প্রামনারীদের শোকগীতি)

গ্রোমের রজনীগন্ধা, তোমার ঢাকো ঢাকো মুখখানি
স্থরভি তোমার নাই,
বনস্পতি যে আঁখি-পল্লবে ছায়া নাহি দেয় আনি
নাহি শান্তির ঠাঁই
কিছু নাই কিছু নাই ॥
ওগো অচেতন হে নিরাভরণ,
দেখ ভেঙে এই মোহ আবরণ
জীবনের মাঝে কে হেন মরণ
এনেছে ভেবে না পাই ॥

মহামানবের পান্থশালার কে নিবাল আলো এ দীপমালার নিবিড় নিরেট গহন আঁধার যত দূর পথ চাই দাড়াও পথিক ভাই॥

চতুৰ্থ অঙ্ক

স্থাধার। কিন্তু পরাভব, পরাজয়, অবসাদ, শোক ও বিষাদ—ভারতের ইতিহাসে কথনই এরা চরম সত্য নয়। সকল অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে ভারত জেগে ওঠে নববলে বলীয়ান হয়ে। আবার সারা দেশের চেতনায় স্পান্দন লাগে, আলোড়ন জাগে, আত্মর্যাদা ও আত্মগোরবের হার শোনা যায়। কিন্তু গ্রামের জীবনে তার কোন সাড়া নেই, এ হার ভারতের শহরের হার।

বিদেশী শাসক ভেবেছিল, গ্রাম ভেঙে যে শহর তৈরি করা হ'ল, এ শহর বুঝি কীতদাসের ক্বতজ্ঞতায় শাসকের কাছে বাঁধা থাকবে চিরকাল। কিন্তু তাদেরই স্প্রি এই শহরের হৃদয়ে নতুন ক'রে প্রতিবাদের বব জেগে ওঠে। সাহিত্যে শিল্পে সমাজসংস্থারে ও সমাজসেবায় এক নতুন প্রেরণার বন্ধা আসে। দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও মুক্তির স্বপ্ন ধীরে খীরে স্পাই হতে থাকে।

সারা ভারতবর্ষের নবজাগ্রত চেতনা প্রকাশের পথ খুঁজছিল। ভারতের ইতিহাসে সুর্বপ্রথম এই সমষ্টিগত প্রতিভা ও চেতনা এক অভিনৰ ঐক্যের প্রসাদে রূপ গ্রহণ করন, আবিভূতি হ'ল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

[জনতা ও শ্রোত্মগুলীর জরধ্বনি, আর্কেষ্ট্রার অভিনন্দনের হুর]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেদ। সভ্যতার ইতিহাসে এই মহান্
আবির্ভাব সেদিন নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে দেখা দিয়েছিল। ভারতীয়
ঐতিহের লুপ্ত একটি রত্বকে ভারত সেদিন যেন নতুন ক'রে আবিন্ধার
করে। ত্ হাজার বছর আগে প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক বে
সক্ষারামের আদর্শে সারা পৃথিবীতে মৃক্তি শান্তি ও মৈন্ত্রীর সত্যকে
সক্ষল করেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেদ সেই ভারতের মাটিতে ভারতের
প্রতিভা ও ইতিহাসের ইন্ধিত নিয়ে আবার নতুন রূপে—কংগ্রেসের
রূপে দেখা দিল।

কংগ্রেসের প্রথম যুগ, ব্রিটিশ শাসকের ওপর বিখাসের যুগ।
কঠিন ধৈর্য ও সহিফুতার গুণে কংগ্রেস এই বিখাসের পথে এগিয়ে
চলেছিল। কংগ্রেসের শিক্ষায় ভারতের জনতা একজাতি হয়ে
গ'ড়ে ওঠে। স্থানেশের প্রত্যেক লাস্থনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ
করে। কংগ্রেস দাবি করে রিফর্ম—শাসনের সংস্কার।

সামাজ্যবাদীর সন্ধিয় মন্তিজে কৃটনীতি ধুমায়িত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস এগিয়ে চলে, বিদেশী শাসক কান পেতে শোনে এক মহাশক্তিমান বিপক্ষের দৃঢ় পদক্ষেপের ধ্বনি। নবজাতীয়তার আবিভাবকে অঙ্গ্রে বিনাশের প্রথম আয়োজন করলেন ডাফ্রিন—সাম্প্রদায়িক স্বার্থবৃদ্ধি ও বন্দের বিষ ছড়িয়ে।

বনকর, থনিকর, হোম-চার্জ, সামরিক ব্যয়, মাদক প্রচার, কৃষক ও শ্রমিকের নির্বাতন—সকল আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়। ভেদস্টের সকল বড়মন্ত্রকে

ভূচ্ছ ক'বে কংগ্রেসের দাবি আরও সরব, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—
চাই স্বায়ন্ত-শাসন। কংগ্রেসের বাণীতে, কংগ্রেসের দাবিতে এক
বিরাট জাতির সংহতি ও সংগ্রামের আয়োজন ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে
উঠতে থাকে। ভারতের প্রতি জনপদের হৃদয়ে একজাতীয়তার
মন্ত্র উল্লাস শোনা যায়—একজাতি একপ্রাণ একতা।

(জনপদবাসী নরনারীর সন্মিলিত গীত)

জাগে নবভারতের জনতা একজাতি একপ্রাণ একতা।

পুরুষ— একই স্বপনে-পাওয়া নৃতন পথে

নারী- এক স্থথে তুথে ধাওয়া নৃতন রথে

মিলিত— আসে নব ভারতের আত্মার সারথী এ কংগ্রেস

নিশ্বাসে নিশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ মুক্তির এক তারে বাজে সেই বারতা

একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পুরুষ— আমার চলার পথে বাঁশী দিল যে

নারী— আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে

মিলিত— ভূভারত-অধিরান্ধ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস নিব্দেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ

ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা

একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পুরুষ— তুমি স্তবধ্বনি শত দেব-দেউলের

নারী— শুভ্র মমতা ভূমি তাজমহলের

পুরুষ— মহাভারতের তুমি নব হিমালয়

নারী – গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়

মিলিত— জাগ্ৰত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা

একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পুরুষ— হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্ঞ এ কংগ্রোস

নারী— নবযুগসাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস

মিলিত— শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস

নবস্থুরে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস

চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা

একজাতি একপ্রাণ একতা॥

পঞ্চম অঞ্চ

স্ত্রধার। এক মুক্তিকাম জাতির হর্ষ জেগে ওঠে ভারতবর্ষের মাটিতে,
সাম্রাজ্যবাদীর ঘুম ভেঙে যায় বার বার, ছঃম্বপ্নে ও আতক্ষে। নৃত্ন
শৃঙ্খল স্পষ্টির জল্লনা চলে, জাতিকে ছ ভাগ করার চেষ্টা করেছিল
ভার্ফিন, মাটিকে ছ ভাগ করার নতুন পরীক্ষা নিয়ে দেখা দিল
সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতির আর এক দৃত—কার্জন।

বাংলা দেশ দ্বিপণ্ডিত হ'ল, কংগ্রেস প্রতিবাদ করে, কার্জন ঘোষণা করেন—কংগ্রেসের মৃত্যু দেখে নিয়ে আমি দেশে ফিরে যাব। কিন্তু "রুণা এ অনলভরা ত্রন্ত বাসনা", রুণা ভীতি আর হুকার, রুণা রেগুলেশন আর নির্বাসন। সামাজ্যবাদী হিংসার আঘাতকে বাংলার প্রাণশক্তি প্রত্যুত্তর দেয়, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও দেশপ্রেমী তরুণের প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয় না। দেশের জনসাধারণ বিদেশী বর্জনের সহল্লে উদ্বুদ্ধ হয়, সারা জাতির চেতনায় বিজ্ঞোহের ঝড় জাগে। সারা জাতির প্রাণকে বন্দী করার ত্রাশা নিয়ে সাম্রাজ্ঞাবাদীর অভিযান আরম্ভ হয়।

[বিদেশীদের প্রবেশ]

বিদেশী-

আইন এবং শৃঙ্খলা

(মোদের) এই নিয়ে তো পথ চলা॥

ওরে চপল প্রগল্ভ

নয় কলা এ নয় ছলা

শৃঙ্খলে ভাব্ শৃঙ্খলা॥

ডেমোক্রেসির বাণী তোরা নতুন ক'রে শোন

মিলবে না কেউ পরস্পার ভাই-ভাই বোন-বোন।

চলবে নাকো একতালে তাই

ওই কালা আর এই ধলা।

আইন এবং শৃঙ্খলা

এই নিয়ে তো পথ চলা।

্ আক্ষকারমর মঞ্চের পিছনে পর্ণার ওপর এক ছারাছবি কুটে ওঠে, গোপন বৈপ্লবিক সজ্বের সদস্ত ক্ষনৈক তরুণ আসামী কাঠগড়ার গাঁড়িরে আছে। হাতে হাতকড়া, সশস্ত্র শান্ত্রী পাহারা দের। বিচারক প্রাণ-দঙ্গের আদেশ দেবার জক্ত উঠে গাঁড়ার]

বিপ্লবী— ওদের আইন ওদের থাক্, মোদের আইন স্বতন্তর ভুমায় যখন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর॥ আনল যারা সর্বনাশ, আমরা শুধু তাদের ত্রাদ ধরতে কোন চরম পথ নেইকো মোদের শঙ্কা-ডর ঘুমায় যথন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর॥ যুক্তি-নীতির ধার ধারি না, মুক্তি শুধু লক্ষ্য যে আমরা জানি পঙ্ক থেকে ফুটতে পারে পঙ্কজে অন্ধকারেই পথ চলি, ভয় কি দিতে প্রাণ-বলি মাতৃপুজার মন্ত্র শুধু ছড়িয়ে চলি দেশের 'পর ঘুমায় যথন সকল দেশ আমরা রাখি মায়ের ঘর॥

[रुठार विपननीपनत्र व्याविक्षाव]

বিদেশী সথ-ভোলাদের চলার পথে
আন্ ধ'রে জোর ক'রে
শেখা ওদের কানের কাছে
চেঁচিয়ে খানিক জোর গলা
আইন এবং শৃঙ্খলা
এই নিয়ে তো পথ চলা॥

[দুরে দামামার শব্দ বাব্দে। বিদেশীদের বিম্মিত করে দেখা দেয়, একদল নরনারী। বিদেশী বর্জনের প্রতিস্তানিয়ে তারা এমেছে]

মিলিত কর কর বিদেশীয় মানবেরে বর্জন
আপনার স্বাধীনতা নিজে কর অর্জন।
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভোদ নাই ভেদ নাই
মানিব না মোরা হুঃশাসনের তর্জন।
বর্জন ক'রে কর প্রতিষ্ঠা অর্জন॥

পরগতবিত্যার ভুলে যাও লাগুন ক্রীতদাস হয়ে কাঁচে ভেবো নাকো কাঞ্চন ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই বিলাস-বস্ত্র কর ধুলায় বিসর্জন আগুনে ভস্ম কর, কর পাপ বর্জন ॥

ভশ্মের ধূলিজালে স্বদেশের অঙ্গন
ভ'রে দিক, মোরা সবে হেঁকে বলি প্রাণপণ
ভাই ভাই এক ঠাই
ভেদ নাই ভেদ নাই
জননীর পায়ে করি প্রাণ উৎসর্জন
সকলে মিলিয়া কর প্রতিষ্ঠা অর্জন ॥

্নিপথে বছৰঠে উচৈচঃষয়ে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি। বিদেশীর দল্ভ সচকিত ও সম্ভত্ত হয়ে ওঠে, দুরে পালিয়ে বাধার জভ্ত প্রভৃত হয়]

বিদেশী— স্থাশিকারী দল চল হে,
জয় জয় মনে মনে বল হে।
নতুন কুটিল পথে নব অভিযান করি
লুঠন-সম্ভারে বোঝাই করিব তরী
মজাব এ দেশ পুন কলহে
স্থাশিকারী দল চল হে॥

ষষ্ঠ অঞ্চ

স্থতাধার। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়ে গেছে। মিলনের রাধীবন্ধনে বাঙালীর হৃদয় সাবার এক হয়েছে।

মৃক্তি কোন্পথে ?—কংগ্রেদ আবার প্রশ্ন করে। সংগ্রামে, না আবেদনে ? আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রত্যাশার মোহ ভেঙেছে। বহু বিচার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাদার বন্ধুর পথে কংগ্রেদ তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ১৯১৪ দালে ইউরোপে মহাদমরের দাবাগ্নি জ'লে ওঠে। শাসক ইংরেজ ভারতবাদীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। মিথ্যা স্থোকবাণীর আখাদ দিয়ে ভারতের মৈত্রী ক্রয়ের চেষ্টা করে—বিনিময়ে যুদ্ধশান্তির পর ভারতবাদী নাকি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করবে।

সন্দেহে ও বিখাসে জাতির মন আন্দোলিত হয়। যুদ্ধবন্ধু ভারতের বুকে তথনও সামাজ্যবাদের নির্ধাতন বন্ধ হয় না, কংগ্রেস তবু ধৈর্ধরে।

মহাসমর সমাপ্ত হয়। ভারতবাদী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়নি। শুধুলাভ হ'ল রৌলট আইন ও আর এক দফা রিফর্ম।

সামাজ্যবাদীর ছলনার ভ্রান্তি থেকে জাতি ধীরে ধীরে মৃক্ত হতে থাকে। কংগ্রেসের হৃদয় এই কঠোর শিক্ষায় শুদ্ধ ও স্বস্থ হয়ে নতুন পথ থোঁজে।

কোন্পথে মৃক্তি? কে দেখাবে পথ? নিঃম্ব নিরস্ত দেশ।
শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্পহীন দেশ, ঘরে-বাইরে ক্রীতদাসের জীবন। এই
শোকাবহ তিমির-রাত্তির অন্ধতার মধ্যে কে আনবে উদয়াচলের
আলোকের আশাস? ..

ভারতের ইতিহাসে এই বেদনাময় মৃহুর্তে পরিত্রাতারূপে দেখা দিলেন এক মহামানব—মহাত্মা গান্ধী।

[সকলের জয়ধ্বনি, আর্কেষ্ট্রায় অভিনন্দনের সূর]

পরম সত্যাগ্রহী গান্ধীজী দেখা দিলেন ক্রমকের বন্ধুরূপে।
তিনি দেখা দিলেন চম্পারণে ক্রমকের বেশে। তিনি দেখা দিলেন
আহমেদাবাদের শ্রমিক-বস্তিতে মজুরের বেশে। ক্রমক ও মজুরের
অধিকার নিয়ে তিনি সত্যাগ্রহ করলেন, জয়ী হলেন। ভারতের
চাষী ও মজুরকে রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রথম দীক্ষা দিলেন গান্ধীজী।

কংগ্রেসে ষোগদান করলেন গান্ধীজী। ভারতের মৃক্তির ইতিহাসে সে এক পরম শুভলগ্ন। কংগ্রেসের অঞ্চনে সংগ্রামের শঙ্খনাদ বেজে ওঠে—চাই স্বরাজ। সংগ্রামের নায়করূপে দাঁড়ালেন মহামানব গান্ধী।

হরতাল বয়কট—কংগ্রেসের ইলিতে সমগ্র হিন্দুস্থান সংগ্রামের আবেগে সাড়া দিয়ে ওঠে। সামাজ্যবাদী হিংসার চরম বীভৎসতা সকল ছল্মবেশ ছিঁড়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিরীহ নরনারী ও শিশুর রক্তে ভারতের জয়ন্তভের প্রথম পীঠভূমি রঙিন হয়ে ওঠে— জালিয়ানওয়ালাবাগ।

প্রাচীরে ঘেরা এক শাস্ত উন্থান। তারও চেয়ে শাস্ত কয়েক সহস্র নরনারী। স্বরাব্দের প্রতিজ্ঞায় তারা একত্রিত হয়েছে। জাতির প্রজ্মে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে তারা এসেছে। বালক বৃদ্ধ যুবা স্বাই এসেছে, কেউ না এসে থাকতে পারে না। স্বরাজের হাওয়া লেগেছে ভারতের তরুপল্লবে কিস্লয়ে —স্বরাজ, স্বরাজ, এক অভিনব প্রতিজ্ঞার উৎস্ব।

[29]

(নরনারীর মিলিত সঙ্গীত)

সারা ভারতের মর্মের বনে বনে

কে দিল সহসা এমন শিহর আনি।

স্বরাজের হাওয়া লাগিল কি শুভক্ষণে

ওঠে মর্মরি নৃতন যুগের বাণী॥

স্বরাজের রঙ কুসুম হইয়া ফোটে আঁধার বিদারি নৃতনের আলো ছোটে কেটে যায় মেঘ নির্মল নভে হেরি

চির-অমলিন মুক্তির রূপথানি॥

সারা ভারতের মর্মের বনে বনে

কে দিল সহসা এমন শিহর আনি॥

সারা ভারতের নদীতরক্ষ জুড়ি নবসঙ্গীতধারা
সহসা শুনিয়া এ গাঢ় ঘুমের মাঝে জাগিয়া উঠিল কারা ?
জ্বাগিয়া উঠিল গ্রামের মজুর চাষী
শহরের ধনী জাগে দীন উপবাসী
জাতির জীবন তরুণ তরুণী জাগে

আকাশে বাতাসে শোনে কি যে কানাকানি॥
সারা ভারতের মর্মের বনে বনে
কে দিল সহসা এমন শিহর আনি॥

[२৮]

(প্রার্থনা)

সকল ব্রভের ব্রভ স্বরাজের সভ্য এ

মোদের বক্ষে দিল ধরা যে।
মোদের শপথ যত, মোদের শরণ শভ

এক হয়ে মেলে আজ স্বরাজে।
ভারতের ইতিহাসে স্বপ্ন সফল হ'ল
স্বরাজে—ধস্য হ'ল ধরা যে॥

্প্রার্থনার সময়ে সকলের শির নত হয়ে আবাসে। অকলাৎ বিদেশীদের প্রবেশ ও আফ্রমণ]

বিদেশী— ছি ছি একি যন্ত্ৰণা !
ধ্বনিয়া ভোল মৃত্-শাসনমন্ত্ৰ
কর প্রয়োগ বশীকরণ-ভন্ত্র
বিনীত কর ছবিনীতে
শান্ত হোকৃ কুমন্ত্রণা ॥
বিদ্যোহের ঝঞ্চা হোক স্তব্ধ
মূর্থদলে দেখাতে ভয় খানিক কর শব্দ
ছুষ্টজনে জব্দ কর
শিষ্টেরে দাও সান্ত্রনা ॥
প্রবল দাপে ব'স রাজ্ঞার তক্তে
শিক্ষা দাও মৃত্ স্বরাজ-ভক্তে
অবাধ্যেরে বাধ্য করি
ছুঃখ নাই এক কণা ॥

আইন এবং শৃঙ্খলার অন্ত্র প্রয়োগে কর বিজোহীরে ত্রস্ত ধামাও অভিশপ্ত বাগে পক্ষীরব-মূর্ছনা॥

[আঘাতে আঘাতে জনতা জর্জরিত হয়, স্বালিয়ানওরালাবাগ তম্ম হয়]

সপ্তম অঙ্ক

স্ত্রধার। জালিয়ানওয়ালাবাগ—জাতির ললাটে মৃ্জির নতুন রক্ত-তিলক। যোদ্ধর মৃতি ধরে কংগ্রেস, নায়ক গান্ধীজী—সারা জাতি সংগ্রামের আহ্বান শোনে।

শত বৎসরের পরাধীন ভারতবর্ষ নতুন ঝড়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে।
জাগে কৃষক শ্রমিক, দেশীয় রাজ্যের প্রজা। জাগে আরণ্য
আদিবাসী, ছাত্র ছাত্রী। জাগে ধনী দরিন্ত, কিশোর কিশোরী।
পাশাপাশি সংগ্রাম করে হিন্দু মূসলমান। বহু সুংসরে বিদেশী বস্ত্র
জন্ম হয়, পিকেটিভে মাদকের পাপ অবক্রম্ধ। দাসন্থের সকল
ব্যবস্থার সকে অসহযোগ। বিদেশী শাসক বিবেক্ছীন আক্রোশে
ও আতকে মরিয়া হয়ে ওঠে। নির্বিচার নির্ধাতনের পালা শুরু হয়।
সকল বেদনা ধয়্য করে, জাতির ঐক্যের পুণ্যে, এই স্থাহিম সংগ্রামের
ক্রণে জন্ম নিল ভারতের জাতীয় পতাকা।

্রিলাতীর পতাকার তলে একদল পরীবাদী নরনারীর সমাবেশ দেখা বার। অর্কেষ্ট্রার অভিনন্ধনের হুর]

আমাদের সেই গ্রাম। গ্রামের জীবন বছ বৎসর অবসাদে ও ভুমে পার হয়ে গেছে। আবদ প্রথম গান্ধীকীর বাণী ও জাতীয় পতাকার আশীর্বাদ পেয়েছে ভারতের গ্রাম। আন্দোলনের জোয়ার লাগল গ্রামের হৃদয়ে, আবার জাগল গ্রাম। নতুন ক'বে জেগে উঠেছে শহর ও বন্দর। বিদেশী শাসনের পাপকে ভারা চিনতে পেরেছে। আর ভূল নেই, আর ভয় নেই, আর যোগ নেই, পাপের সজে পূর্ণ অসহযোগ। ছাড় রাজ্ঞপদ, ছাড় উপাধি, ছাড় বিদেশীর শিক্ষায়তন, বিচারভবন। ছাড় কলঙ্কিত পরশাসনের বন্ধন।

> (অসহযোগ আন্দোলনে একদল নর্নারী) যোগ দেব না ও বিদেশী তোমাদের ঐ ছন্দে। পড়তে যে আর চাই না মোরা ও ঘোর পাপবন্ধে॥ অসহযোগ পণ করেছি. দেশের ডাকে মন ভরেছি শনি হয়ে ঢকতে যে আর পারবে নাকো রন্ধে। পড়তে যে আর চাই না মোরা তোমার পাপবন্ধে॥ আর জ্রকটির ভয় করি না, মন করেছি শক্ত। ভোমার আমার মাঝখানে বয় আপন জনের রক্ত। অসহযোগ পণ করেছি. দেশের ডাকে মন ভরেছি

উপাধির ও বিষ প্রলোভন ছাড়ছি মহানন্দে। থাকব না আর কলঙ্কিত দাস্থতেরি বন্ধে॥

[বিদেশীবের প্রবেশ। মুক্তির প্রেরণায় চঞ্চল নরনারীর জনতাকে যিরেধরে]

বিদেশী-

ন্থার ন্থার ন্থার।

এস এস বন্ধনে

এস রেগুলেশনে,

বন্দী রে, এ ত্রাশা ছাড়্।

আলোক বাতাস ধরি

সব পথ রোধ করি

খোলা রাখি শুধু কারাগার।

ভাঁশিয়ার ভাঁশিয়ার ॥

ष्ट्रेम ष्र

স্ত্রধার। মাহ্নের মৃক্তির স্বপ্লকে কারাগারে বেঁধে রাখা ধার না, কারাম্ক্ত সত্যাগ্রহীর দল নতুন পথের চিন্তা করে, নতুন সংগ্রামের প্রতীক্ষার জাতির মন প্রস্তুত হতে থাক, সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়। পূর্ব স্থানীনতা। অক স্মাৎ জাতির বকে পূর্ব আকাজ্জার স্পানন জাগে। প্রতীক্ষার দিন ফুরিয়ে আসছে, সারা হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে নতুন সংগ্রামের হুর শোনা ধায়। কংগ্রেস আবার সমগ্র জাতিকে নতুন অগ্নিপরীক্ষায় ডাক দেয়। আইন-অমান্ত সংগ্রাম—
শিকল-ভাঙার সংগ্রাম, লক্ষ দীপশিখার মত জাতির চিত্ত অং'লে ওঠে দিকে দিকে, হৃদয়ে হৃদয়ে, শহরে গ্রামে, মক্ষ অরণ্যে।

সকল সংগ্রামের অগুনায়ক প্রমস্ত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধী চলেছেন স্বার আগে, লবণ আইন অমান্ত ক'রে এক মহাসংগ্রামের পুরশ্চারণ করতে—তাণ্ডি অভিযান।

[অর্কেষ্ট্রায়-এক হুর্জন্ন সংকল্প ও আল্লোৎদর্গের প্রেরণার হার]

স্থাবার। স্বর্মতী থেকে ডার্ডি, শুক হ'ল গান্ধীন্ধীর অভিযান। তিনি
চলেছেন স্বার আগে আগে, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পথের মাটি
পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। এক ক্ষীণকায় কটিবাসসংল মৃষ্টিবদ্ধষ্টি স্বেদাক্তকলেবর বৃদ্ধ স্থালোকে ধ্লিধ্সর পথ হেঁটে চলেছেন। প্রণাম!
প্রণাম! হে প্রবৃদ্ধ ভারতের নেতা! তুমি সত্যের আগ্রহে
সত্যবান, তুমি অভীক্। শাস্ত রুদ্র তুমি। শতান্ধীর স্কল কলুবের
কালসংহার শিব তুমি। হে জাতির শকাহরণ নায়ক, কী উদাত্ত
ভোমার রূপ, মানবন্ধাতির ইতিহাসে ভোমার এই রূপ মৃদ্রিত হয়ে
রইল অক্ষয় অক্ষরে।

সংগ্রাম আরম্ভ হয়, এক বিরাট জাতির অভ্যূথানের দৃষ্টে বিদেশী শাসক চমকে ওঠে, আপোদ ও চুক্তি করে। সংগ্রামের সাময়িক বিরামের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন—জাতির দাবি জ্ঞাপন করেন।

ব্যর্থমনোরথ গান্ধীজী ফিরে আদেন। চুক্তির সভ্য ভঙ্গ ক'রে বিদেশী শাসক আবার জাভিকে আঘাত করে।

আবার আইন-অমাক্ত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ক্রায়হীন আইনের ভীতি জাতির সত্যাগ্রহের নিশাসে ধূলি ধূলি হয়ে উড়ে যায়, নিরস্ত জাতি শাসকের অস্ত্রের দম্ভকে অবাধে তুচ্ছ করে।

ভারতের প্রামে প্রামে সংগ্রামের শব্ধ বাজে। ঘরে ঘরে শহীদের আবির্ভাব। ঘরের ছেলেরা দলে দলে বন্দী হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে। তবু রণক্ষেত্র শৃত্য হয় না। স্বাধীনতার পতাকা দুই হাত তুলে ভারতের ইতিহাসে দেখা দেয় এক নতুন আবির্ভাব, জাপ্রতা শক্তি, বীরনারী, দেশসেবিকা, সংগ্রামিকার দল।

নারী---

চল মৃক্তির আহ্বানে সংগ্রামিকা।
এস জনপদবধ্, জননী ও সহোদরা,
মৃক্তি-কেতন উড়ে, এস এস কর হর।
সপ্ত লক্ষ গ্রাম হোক নয়নাভিরাম
চঞ্চল পদপাতে এস গ্রামিকা॥
অঙ্গেল না থাকে থাক্ কিঙ্কিণী আভরণ
অগ্নিশিখায় ভালো না থাকাই আবরণ
ঘরের আরতি হও পথে প্রলয়ন্ধরী
নব সাধনায় হও নবসাধিকা॥
স্বাধীনতা-বেদীমূলে মোরা নব দীপশিখা
তুচ্ছ করিয়া চলি হিংসার বিভীষিকা।
এই নব স্বরাজের স্বাহা-স্বর্নপিণী মোরা
চেতনা ও শক্তির মোরা ধারিকা॥

বিদেশী-

ঘর-ছাড়া নারী, পিছনে চাও, ভোমার কুটিরে আগুন দিয়েছি ভম্ম কি ভার দেখিতে পাও॥

নারী---

পিছনে চাই না মোরা,
সমুখে মোদের গতি
নিরাশার অন্ধকারে জেলে যাই দীপারতি॥

বিদেশী--

ঘর-ছাড়া নারী, পিছনে চাও,
ঘরে ঘরে ওঠে শিশুর কায়।
কান পেতে তাহা শুনিয়া যাও॥
গোলায় শস্থ ছিল সঞ্চয়
দেখ দাউ দাউ পুড়িছে তাও
থালা ঘটি বাটি বাসন কোসন
নীলামে সকলি হ'ল উধাও॥

নারী---

বিকায় নি আমাদের কিছু যে বিকালো ভোমার শুধু ছলনা। ভোমার দম্ভ মোর আগুনে পুড়ে ছাই হ'ল কি না বল না॥

বিদেশী---

তের হয়েছে, দস্ত ভালো নয়, পেটের ছেলে নির্বাসনে করছে জীবন ক্ষয়। মাঠের লাঙল মাঠেই প'ড়ে ঘরের মান্ত্র্য উপোষ করে, উব্দল ভোমার আভিনা যে দিনেই আধারময় ॥

নারী-

ক্ষণিক আলো কাম্য কন্তু নহে
নিভিয়া সে যে যায়।
বাহিরে চির আলোক-বক্সা বহে
নৃতন সাধনায়।
সে আলো হাতে পরম সমারোহে
ফিরিব পুনরায়॥

বিদেশী-

প্রাস্ত রমণী, তবে তাই হোক, হোক তাই স্বর্ণরত্ন ভেবে নিতেছ ভস্ম-ছাই। তোমাদের মৃঢ়তার এই তো পুরস্কার সাধ ক'রে নিতে চাও আমাদের দায় নাই।

তব মানিব না হার সংগ্রামিকা।

নারী---

জাগ্রত এ ভারতে আমাদের জয়রথ
কে রোধিবে গতি তার, প্রস্তুত হ'ল পথ,
স্বাধীনতা-স্বাধিকার আমাদের উপহার
দেশজননীরে মানি প্রাণ-অধিকা॥
ডোমাদের স্থাসনে মাদকতা মৃত্যুর
টোব না টোব না ও যে কুটবিষে ভরপুর।

আমাদের জক্ম তোমাদের পণ্য শুধুই ঘুণ্য নয়—প্রাণ-দাহিকা॥

বিদেশী— আপনি সাক্ষী তুমি থেকো থেকো ভগবান, রাখিতে বাধ্য মোরা আইনের সম্মান রান্ধবিদ্রোহী যারা তোমার শত্রু তারা তাহাদের বিযুত্তা করবই খানখান ॥

নবম অঙ্চ

স্ত্রধার। দিন যায়, মাস যায়, বংসর ফুরিয়ে যায়, বিদেশীর শাসক শধের
স্থপ্প দেখে—কংগ্রেস বৃঝি শেষ হয়ে গেছে। জাতির আকাজ্জাকে
শতভাবে অপমান করে, নিত্য নতুন নির্বাতনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিদেশী শাসক। আর এক দফা শাসন-সংস্কারে জাতির
স্বাধীনতা-স্পৃহাকে ছলনা করার চেষ্টা করে।

মৃক্তির স্বপ্লকে, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে ধ্যানে ধ'রে রাথে কংগ্রেস, জাতিকে সংগঠন করে। নতুন শাসনতদ্ধের নির্বাচন-ঘদ্ধে জাতির প্রতিনিধি কংগ্রেস জয়লাভ করে।

আদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আবার দ্বিত্র ভারতের সর্বস্থ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যুদ্ধে উৎসর্গ করার আয়োজন হয়।

কংগ্রেস প্রশ্ন করে, কিসের যুদ্ধ ? পরাধীন জ্বাতির মৃক্তির আখাস আছে কি এই যুদ্ধে ?

কীপস্ প্রভাবে দ্বিত সামাজ্যবাদী বিবেকের প্রতিধানি

উত্তর দেয়—বন্ধুজাতিরূপে নয়, স্বাধীন জাতিরূপে নয়, দাসজাতি-রূপে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সহযোগিতা করুক।

সামাজ্যবাদীর আহ্বান প্রত্যাধ্যান ক'বে আপন মৃক্তিবৃত্তের আহ্বান করে কংগ্রেস, চল্লিশ কোটি নিপীড়িত নরনারীর মৃক্তির যুদ্ধ। পৃথিবীর সমগ্র মন্ত্র্যুক্তাতির মৃক্তির আদর্শ নিয়ে ইতিহাসের প্রথম সংগ্রামের বাণী ঘোষণা করে কংগ্রেস।

জাতি প্রস্তুত হয়, একদিকে হাজার বৎসরের সভ্য মানবতার শীলাভূমি ভারতবর্ষ, এক নিরস্ত্র হৃতসর্বস্থ পরশাসনপীড়িত দেশ। আর একদিকে হিংস্র অস্ত্রের সমারোহে, পরস্বশোষণের লোভে দত্তে ও হীনতায় নিষ্ঠুর সামাজ্যবাদ।

সত্যাগ্রহের শৌর্ষে দীক্ষিত ভারতের কোটি কোটি প্রাণ
শত জালিয়ানওয়ালাবাগের আগুনে বাঁপ দেবার জন্ম প্রস্তুত হয়।
বৈবেষর দিন সমাপ্ত। মৃক্তির মহালগ্ন আগত। দূরে যাও, দূরে যাও
বিবেকহীন প্রভুত্বের স্পর্ধা। করিব, না হয় মরিব—জাগ্রত মহাজাতির হাদের অটল সংকল্প ধ্বনিত হয়। তিন শত বছরের পরশাসনের বিভীষিকা—ভারতভূমি ছাড় এবার।

সত্যাগ্রহী— মহাসমরের দাস নহি মোরা আমরা করি না ভয়। মহাজ্ঞাতি মোরা মুক্তির পথ চিনি ভাল নিশ্চয়। ভোমার দেওয়া ও ছারপাল-সাজ্ঞ পরিয়া আমার কিবা হবে আজ, আমার দেশের রক্ষামন্ত্র বুকে আছে নির্ভয়। সে মস্ত্র আছে চরকা-লাঙলে

- আছে কোটি কোটি প্রাণে,
হিংসাবিহীন শক্তিতে আছে
লাখো প্রাণ-বলিদানে।
নব বলে বলী মোরা ভাইবোন,
তব বরাভয়ে নাই প্রায়োজন,
(তোমার) যাবার সময় হয়েছে এখন
দ্বার ছাড় মহাশয়॥

বিদেশী—

হু শিয়ার হু শিয়ার।

শৃঙ্খলা-শৃঙ্খলে সিধা রাখ চারিধার ॥
পাপেরে নির্বাসন দিয়া কর সুশাসন
ভণ্ডের দলে দাও শতেক পুরস্কার
গড়া আইনের মান করে যারা খানখান
যোগ্য তাদের স্থান স্থকঠিন কারাগার ।
ভাঁ শিয়ার ভাঁশিয়ার ॥

[জাতীর পতাকা হাতে তুলে সংগ্রামে দীক্ষা নেবার জ্বন্থ একদক সভ্যাশ্রহী নরনারীর আবির্ভাব

সত্যাগ্রহী---

বন্ধন-ভয় তৃচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা, আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা। করিব অথবা মরিব—এ পণ ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন, স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা জ্বয় জয় জয় ভারতের জয় জয়তু ভারতমাতা।

শুনিতেছ নাকি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খানখান
মুক্তিকেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনাগান।
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন
লক্ষ প্রাণের বলিবেদীমূলে নৃতন আসন পাতা।
জয় জয় জয় ভারতের জয় জয়তু ভারতমাতা॥

॥ বন্দে মাভরম্ বন্দে মাভরম্ বন্দে মাভরম্॥





কং থেস-সাহিত্য-সংবের পুস্তকাবলি

١ د	জাপতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থ নীতি	
	क्रनाथरगोभान (जन	311-
ર	वीति ६ भेटि - बडनमणि हट्डीभाषाम	2
•1	नाम्नोवारमज्ञं भूनविष्ठाज्ञ	No
81	षिर्भ विश्वव	•
¢ 1	मरण्ड मसादन	٤,
6 1	षरमंगी भाग	11-

উপরের সকল বই ও অন্যান্ত যাবতীয় স্বদেশী বই কংগ্রেস পুস্তক বিপণিতে পাওয়া যাইবে ২৩নং ওয়েলিংটন ফ্রীট, কলিকাতা রবিবার ব্যক্তীত হপুর ১২ হইতে রাজি ৮টা পর্যন্ত প্রভাৱ খোলা বাকে।

